Keywords:
Faraid
Responsibility
Planning

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

21 June 2024 / 14 Zulhijjah 1445H

ফারাইদ ও পারিবারিক কল্যাণ

الحَمدُ لِلَّهِ الغَنِيِّ الحَمِيدِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ المَبعُوثُ بِالرَّحمَةِ وَالقَولِ السَّدِيدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلِّم تَسلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ.

শুক্রবারের জুম্মায় আগত উপস্থিত সুধী,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহুতা'আলার সকল আদেশ মেনে চলে এবং সকল নিষেধগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি আমাদের মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি সচেতন থাকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। আমাদের পরিবারগুলিকে ধার্মিকতার পথে পরিচালিত করুন। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যেন আমাদের সকলকে একত্রে তাঁর পছন্দের পথে পরিচালনা করা অব্যাহত রাখেন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

উপস্থিত সুধী,

এখনও জিলহজ্ব মাস চলছে। আজ আমরা আবারো আমাদের নবী করিম (সঃ) এর বিদায়ী হজ্বের বানীর একটি চিন্তাশীল বিশ্লেষণ করতে চাই। রাসুলুল্লাহ (সঃ) উপদেশ দিয়েছেন,

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ المِيرَاثِ

অর্থঃ হে আল্লাহর বান্দাগণ্ মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদিগকে আমাদের সম্পত্তির প্রত্যেক উত্তরাধিকারীকে বৈধ অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।" (ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, উত্তরাধিকারপ্রাপ্তির নিয়ম- কানুনগুলি বা ফারাইদ সম্পর্কে সুরা নিসার ১১, ১২ ও ১৭৬ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আইনের মাধ্যমে কিছু ঘোষণা দিয়ে গেছেন।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

যদিও ফারাইদ উত্তরাধিকারের শর্তগুলি নির্দিষ্ট করে দেয় যে কে তার উত্তরাধিকারী হবেন, তবে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আরো উতসাহিত করেছেন সম্পত্তি বন্টনের পরে যদি কিছু বাড়তি থাকে তবে তা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বিলি করতে যারা সরাসরি পারিবারিক সদস্য নয় যেমন দত্তক সন্তান বা পালিত সন্তান্, ইত্যাদি।। সুরা আন নিসার ৮ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

অর্থঃ সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন আত্নীয়-স্বজন, এতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং তাদের সাথে কিছু সদালাপ করো।

সম্মানিত সুধী,

যে কোন সম্পত্তি ভাগাভাগির আগে, মৃত ব্যাক্তির সকল করণীয় প্রথমে নিষ্পন্ন করা জরুরী। এগুলির অন্তর্ভুক্ত হলো, মৃতের ঋণ, উইল, সম্পত্তির উপর প্রদেয় যাকাত এবং হজ্ব পালন করা। মৃতের হজ্ব বিষয়ে এক মহিলা আমাদের নবীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন," আমার মা খুব চেয়েছিলেন হজ্ব করতে। এখন তিনি

মৃত। এখন কি আমি তাঁর হয়ে হজ্ব টা করে দিতে পারি?" জবাবে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন, " তিনি যদি কোন ধার রেখে যেতেন যেটা তিনি শোধ দিতে পারেন নি, তুমি কি তাঁর সেই ধার শোধ করে দিতে না এখন? " মহিলা বললেন, জ্বী, হা। তখন রাসুলে করিম (সঃ) বললেন, " যদি মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি কোন ঋণ থেকে থাকে তবে তা শোধ করে দেয়া ভাল কারণ সেই ঋণটি শোধ করে দেয়াটাই অধিক যথাযোগ্য কাজ"। (ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

ইবন হাজর আলহাইতামি তাঁর "তুহফাত আল মুহতাজ ফি সাইয়ার আল মিনহাজ গ্রন্থে মতামত দিয়েছেন এই বলে যে, উপরের এই হাদীসটি মৃতের পক্ষ হয়ে হজ্ব করার বাধ্য বাধকতার কথা বলে যে হজ্বের সকল খরচ মৃতের সম্পত্তি থেকে বহণ করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়। তবে, যদি মৃতের কোন সম্পত্তি না থাকে তবে সে ক্ষেত্রে হজ্ব করার কোন বাধ্যবাধকতা নাই। মৃত ব্যাক্তির উত্তরসূরী বা উত্তরসূরী নন এমন যে কেউ তাঁর পক্ষ হয়ে হজ্ব করতে পারেন যদিও মৃতের অন্যান্য অংশীদারীরা তা আমান্য করেন। তাই দেখা যায়, উপরের বিষয়গুলির সুষ্ঠু নিষ্পত্তি হলেই কেবল ফারাইদ কার্যকরী করা সম্ভব এবং যদি মৃতের সম্পত্তিতে উদ্বৃত্ত কিছু থেকে থাকে তবে।

ফারাইদের মাধ্যমে উত্তরাধিকার সম্পত্তির বিলিবন্টন করা ছাড়াও, সম্পত্তি বিলিবন্টন পরিকল্পনার আরো কিছু উপায় আছে যা ব্যক্তিগত উপায়ে নিষ্পন্ন করা যায় যেমন উইলের মাধ্যমে, উপহার হিসাবে মনোনীত করে, ইত্যাদি। তবে এইসব উপায় মনোনয়ন করার আগে এগুলি অন্যান্য সকলকে জানিয়ে করতে হবে। কেননা, এটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদে কল্যান নিশ্চিত না করে এইসব উপায় অবলম্বন করা ন্যায়পরায়ন হবে না।

উপস্থিত সুধী,

সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ে কিছু দিকনির্দেশনার ওপর আলোকপাত করার জন্য আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি;

প্রথমতঃ সম্পত্তি নিয়ে যে পরিকল্পনা করা আছে তা সকল অংশীদারীকে জানানো দরকার। এটা জানানো জরুরী এই জন্য যে, এই পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদের অবহিত থাকা দরকার যেন এ নিয়ে কোন বিভ্রান্তি না দেখা দেয়। আর এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বোঝানোর সময় যদি তা কঠিন লাগে, তবে এ ব্যাপারে পেশাদারীর সাহায্য নেয়া যেতে পারে, যারা এ বিষয়ে দক্ষ এবং বিশ্বস্ত তাদের নিকট থেকে পরামর্শ নেয়া যেতে পারে। আমাদের সকল পরিকল্পনা যেন পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিকট সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়।

দ্বিতীয়তঃ উত্তরাধিকারী যারা তারা যেন উদার চিত্তে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা মেনে নেয়। এ নিয়ে সম্পত্তির মালিকের ইচ্ছা এবং লক্ষ্য নিয়ে যেন তারা কোন প্রশ্ন না করে। তাদের জীবিতকালে যে পরিকল্পনা তারা করে গেছেন তা সম্পর্কে যেন মঙ্গল ভাবনা থাকে। আশা করা যায়, তাহলে সকলের মনেই শান্তি বিরাজ করবে।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

মনে রাখতে হবে, ফারাইদ কেবল এক প্রকারের আধিকার-ই নয়, এটা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য একটি দাবী-ও বটে। এটা আসলে এক ধরণের দায়িত্ববোধ। যারা এই সম্পত্তির উত্তারধিকারপ্রাপ্ত হচ্ছেন, প্রিবারের তুলনামূলকভাবে অভাবীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা তাদের দায়িত্ব। আর আমাদের এটাও মনে রাখা দরকার যে, আমাদের সম্পদ মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কাছ থেকে আমরা সাময়িকভাবে ধার পাই। তিনি-ই সবকিছুর মালিক। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা পরিবারের কেউ মারা গেলে তার সম্পত্তির বিলি বন্টনের যেমন বিধান দিয়ে গেছেন তেমনি উত্তারাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রতিটি ভাগের জন্য ভাগীদের কি দায়িত্ব বা কি তাদের অধিকার হবে, সে সম্পর্কেও বিধান দেয়া আছে।

উত্তরাধিকারীদের এটা অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, তারা আজ যে সম্পত্তির মালিক তার হিসাব একদিন হাশরের দিনে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিকট দিতে হবে। দোয়া করো যেন মহান আল্লাহ

সুবহানাহু তা'আলা আমাদের সকল পরিকল্পনাগুলিতে তাঁর রহমত নাজিল করেন এবং আমাদের পরিবারগুলিকে শান্তি দান করেন।

ইয়া আল্লাহ, ইয়া হাফিজ। আমরা আপনার নিকট হাত তুলেছি সব অশুভের কাছ থেকে আমাদের এবং আমাদের পরিবারের নিরাপত্তা লাভের আশায়। ইয়া সাতির এবং ইয়া গাফীর, আপনি আমাদের পরিবারকে নিরাপদ রাখুন এবং আমরা যখন আপনার সম্মুখে দাঁড়াব তখন আমাদেরকে ধনসম্পত্তির যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করুন, ইয়া আল্লাহ। ইয়া মুজীব আদ-দাওয়া, আমাদেরকে সাহায্য করুন যাতে আমরা আপনার নির্দেশগুলি মেনে চলতে পারি এবং আপনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকতে পারি। আমীন! ইয়া রাব্বাল আল আমীন!!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

SECOND KHUTBAH

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَم وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ لِلْعَالَمِ أَجْمَع يَا لَطِيْف. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.